চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৬.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামকে ক্লীন, গ্রীন ও হেলদি সিটি গড়তে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

চট্টগ্রামকে ক্লীন, গ্রীন ও হেলদি সিটিতে পরিণত করতে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আরও মনোযোগ দিয়ে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, “শহরকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য রাখতে হলে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীদের দায়িত্বশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে নাগরিকদেরও যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে।” মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে লালদিঘীস্থ চসিক পাবলিক লাইব্রেরির সম্মেলন কক্ষে পরিচ্ছন্ন বিভাগের সাথে মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে মেয়র এ কথা বলেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “শহরকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য রাখতে হলে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীদের দায়িত্বশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ডোর টু ডোর সেবার উপর ভরসা করে আমাদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে। এটি চলতে পারে না। পরিচ্ছন্ন কর্মীরা যদি দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে ধরে নিতে হবে তারা শুধু সই করে চলে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আমি কঠোর অবস্থান নেব।”তিনি সতর্ক করে বলেন, “ আমি বর্জ্য পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট না। আমি সরজমিনে রাতে ভিজিট করব। পরিচ্ছন্ন কাজে অনিয়ম পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেব। সুপারভাইজারদেরও দায়িত্ব নিতে হবে—মাঠে শ্রমিকরা উপস্থিত আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাজের গতির ওপরই শহরের পরিবেশ নির্ভর করছে। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা যে ৬ জন আছেন তারা আপনাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ডে রাত্রে বের হয়ে যাচাই করবেন।”সভায় প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, জনবল পর্যাপ্ত থাকলেও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে গতি আনতে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির ঘাটতি আছে। তাছাড়া কার্যক্রম তদারকির জন্য নির্দিষ্ট গাড়ির অভাবেও অনেক সময় কাজে বিঘ্ন ঘটে।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখতে হলে সবাইকে নিয়ম-কানুন মানতে হবে। যত্রতত্র ময়লা ফেলা, ব্যানার-পোস্টার ঝোলানো বন্ধ করতে হবে। নাগরিকরা সচেতন হলে এবং পরিচ্ছন্ন কর্মীরা আন্তরিক হলে চট্টগ্রামকে খুব সহজেই ক্লীন, গ্রীন ও হেলদি সিটিতে রূপান্তর করা সম্ভব। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে অনেকটুকু অগ্রগতি হয়েছে। এখন আমি ক্লিন সিটি গড়ার বিষয়ে আরো মনোযোগী হব।এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, চসিকের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ ও পরিচ্ছন্ন বিভাগের সকল কর্মকর্তা বৃন্দ।

চট্টগ্রাম উন্নয়নের স্বার্থে রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, “আমাদের সিটি কর্পোরেশন চলে রাজস্বের উপর নির্ভর করে। আদায়কৃত রাজস্ব দিয়েই সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, নগরবাসীর শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে হয়। তাই চট্টগ্রাম উন্নয়নের স্বার্থে রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে।”মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে লালদিঘীস্থ চসিক পাবলিক লাইব্রেরির সম্মেলন কক্ষে রাজস্ব বিভাগের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।মেয়র বলেন, রাজস্ব আদায় বাড়াতে এবং নাগরিকদের রাজস্ব প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজ করতে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডজুড়ে রাজস্বমেলার আয়োজন করা হবে যেখানে নাগরিকরা সরাসরি গৃহকর দিতে পারবনে এবং এ সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা পাবেন।
মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে যারা ব্যবসা করবে তাদের অবশ্যই ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে। কোনো অজুহাতে ছাড় দেওয়া হবে না। যেখানে চট্টগ্রাম নগরীতে ৪ থেকে ৫ লক্ষ ট্রেড লাইসেন্স থাকার কথা, সেখানে বর্তমানে আছে মাত্র ১ লক্ষ ৩৪ হাজারের মতো। কারণ ম্যাক্সিমাম দোকানেই আপনি দেখবেন যে ট্রেড লাইসেন্স নেই। অনেক দোকানে আবার লাইসেন্স থাকলেও নবায়ন করা হয়না। ট্রেড লাইসেন্স বাড়ানোর জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের অভিযান পরিচালনা করতে হবে। বিশেষ করে বড় মার্কেটগুলোতে আগে অভিযান চালাতে হবে। মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখতে হলে সবাইকে নিয়ম-কানুন মানতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে। ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানগুলো ট্রেড লাইসেন্স করা আবশ্যক। এছাড়া কোচিং সেন্টারসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের জন্য রাজস্ব ফাঁকি দিলে তাদের কাছ থেকেও রাজস্ব আদায় করতে হবে।আরও বলেন, একটি ব্যানার বা সাইনবোর্ডের জন্য মাত্র এক-দুই হাজার টাকার কর প্রদানই যথেষ্ট। অথচ অনেক প্রতিষ্ঠান তা পরিশোধ করে না। অথচ এই অর্থ দিয়েই সিটি কর্পোরেশন শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রাখতে কাজ করে। শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নাগরিকদের অংশগ্রহণ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। মেয়র বলেন, চট্টগ্রামকে ক্লীন, গ্রীন ও হেলদি সিটিতে রূপান্তর করতে নিয়মিত কর পরিশোধ করুন। জনগণকে করের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না, বরং করদাতাদের জন্য স্বস্তিদায়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাই। জনগণের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যাতে সময়মত ট্যাক্সগুলো দিয়ে দেয়। কারণ হোল্ডিং ট্যাক্স যদি আমরা

ঠিকমত পাই তাহলে আমরা শহরকে সুন্দর করতে পারবো। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল, চসিকের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ ও রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮